পলিসি ব্রিফ
#১২৬/২০২৩
জুলাই ২০২৩

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

সরকারি স্বাস্থ্যসেবা কার্যক্রমে সুশাসন বাস্তবতা ও সুপারিশ

জাতীয় স্বাস্থ্যনীতির[১] মূল উদ্দেশ্য সবার জন্য প্রাথমিক স্বাস্থ্য ও জরুরি চিকিৎসা সেবার প্রাপ্যতা নিশ্চিত করা, সমতার ভিত্তিতে সেবাগ্রহীতাদের মানসম্মত স্বাস্থ্যসেবায় অভিগম্যতা বৃদ্ধি করা, জনগণের ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যসেবার ব্যয় কমিয়ে আনা এবং বিপর্যয়কর স্বাস্থ্য ব্যয় হতে জনগণকে সুরক্ষা দেওয়া, ইত্যাদি। সমাজের সর্বস্তরের মানুষের কাছে সংবিধান অনুযায়ী ও আন্তর্জাতিক সনদসমূহ অনুসারে চিকিৎসাকে অধিকার হিসেবে প্রতিষ্ঠা করাও, এ নীতির অন্যতম উদ্দেশ্য। জনগণের স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও পরিবার কল্যাণ সাধনের জন্য সরকার বিভিন্ন কর্মসূচির অধীনে বিভিন্ন পর্যায়ের হাসপাতাল ও স্বাস্থ্যকেন্দ্র থেকে স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করছে, যার ফলে ইতোমধ্যে স্বাস্থ্যখাতে উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জিত হয়েছে। কিন্তু স্বাস্থ্যখাতে বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা ও কর্মচারী এবং সংশ্লিষ্ট অংশীজনের একাংশের দুর্নীতি, অনিয়ম ও দায়িত্বে অবহেলার জন্য জনগণ অনেকাংশে কাঙ্ক্ষিত সেবা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে এবং সরকারের বিভিন্ন কর্মসূচির বাস্তবায়নও ব্যাহত হচ্ছে। এ ছাড়া দুই বছরেরও অধিক সময় ধরে বিদ্যমান কোভিড-১৯ অতিমারীর কারণে সারা বিশ্বের মতো বাংলাদেশের স্বাস্থ্য খাতকেও নতুনভাবে নানা ধরনের চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হতে হচ্ছে।

"সেবাখাতে দুর্নীতি: জাতীয় খানা জরিপ" ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) এর একটি অন্যতম প্রধান গবেষণা কার্যক্রম। ১৯৯৭ সাল থেকে টিআইবি এই জরিপ ধারাবাহিকভাবে পরিচালনা করে আসছে। এই জরিপের মূল উদ্দেশ্য বাংলাদেশের খানাগুলোর অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি সেবাখাতে দুর্নীতির প্রকৃতি ও মাত্রা নিরূপণ করা এবং জরিপের প্রাপ্ত ফলাফলের ভিত্তিতে দুর্নীতি প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণে দিক-নির্দেশনামূলক সুপারিশ প্রদান করা। ২০২১ সালের জরিপে অন্তর্ভুক্ত খানাগুলো ২০২০ সালের ডিসেম্বর থেকে ২০২১ সালের নভেম্বর পর্যন্ত সময়ে বিভিন্ন সেবাখাতে সেবা গ্রহণের সময় যেসব দুর্নীতি ও হয়রানির সম্মুখীন হয়েছে, তার ওপর তথ্য সংগ্রহ করা হয়। জরিপ প্রতিবেদনে সরকারি স্বাস্থ্যসেবাসহ মোট ১৭টি খাতের ওপর বিশ্লেষণধর্মী ফলাফল উপস্থাপন করা হয়, যা ৩১ আগস্ট ২০২২ তারিখে প্রকাশিত হয় এবং সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষসহ অংশীজনের নিকট প্রেরণ করা হয়। পুরো প্রতিবেদনটি টিআইবির ওয়েবসাইটে প্রকাশিত হয়েছে।[২]

জরিপে অন্তর্ভুক্ত খানার মধ্যে ৯২.৯ শতাংশ খানার কোনো না কোনো সদস্য স্বাস্থ্যসেবা গ্রহণ করেছে, যার ৯০.৬ শতাংশ সরকারি, ৪৪.২ শতাংশ বেসরকারি ও ০.৯ শতাংশ এনজিও প্রতিষ্ঠান হতে স্বাস্থ্যসেবা গ্রহণ করেছে। সরকারি স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠান হতে সেবা নিতে গিয়ে সেবা গ্রহণকারী খানার ৪৮.৭ শতাংশ দুর্নীতির শিকার হয়েছে। গ্রামাঞ্চলের সেবাগ্রহীতা খানার ৪৪.৮ শতাংশ দুর্নীতির শিকার হয়েছে এবং এ হার শহরাঞ্চলের খানার ৫০.৯ শতাংশ। বিভিন্ন সেবা নিতে গিয়ে যেসব খানা ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ দিয়েছে তাদের গড়ে ৬৮০ টাকা দিতে হয়েছে; জাতীয়ভাবে প্রাক্কলিত এ অর্থের পরিমাণ ১৯২.১ কোটি টাকা। বিষয় ও পর্যায় অনুযায়ী স্বাস্থ্যসেবার অনিয়ম ও দুর্নীতির সার্বিক চিত্র নিচের সারণিতে উপস্থাপন করা হলো–

সারণি : স্বাস্থ্যসেবা খাত হতে সেবা গ্রহণের ক্ষেত্রে অনিয়ম ও দুর্নীতি সম্পর্কিত উল্লেখযোগ্য তথ্য

বিষয়/পর্যায়	দুর্নীতির শিকার (%)	ঘুষের শিকার (%)	ঘুষের পরিমাণ (গড় টাকা)
সার্বিক	৪৮.৭	৬.২	৬৮০
প্রতিষ্ঠানের ধরন			
উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স	৩৮.৭	৪.০	৪৯৫
জেলাসদর/জেনারেল হাসপাতাল	৫২.৪	৩.০	৭০৪
মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল	৪৮.৭	১২.০	৬৮৪
সেবার ধরন			
পথ্য	৬৬.৪	০.৫	–
ট্রলি/হুইল চেয়ার ব্যবহার	৫৬.৫	৪৩.৬	১৪১
অপারেশন	৪৮.৫	৭.৮	–
করোনা টিকা নিবন্ধন ও গ্রহণ	৪২.৮	০.৪	৪৩১
প্রসূতি সেবা ও সিজারিয়ান	৩৩.৫	১৯.৪	২,২৫৬
দুর্নীতির ধরন			
স্বাস্থ্যবিধি যথাযথভাবে পরিপালন না করা	৩১.৩	–	–
করোনার টিকাসংক্রান্ত অনিয়ম	২৫.৮	–	–
সময়ক্ষেপণ, চিকিৎসায় অবহেলা ও হয়রানি	২২.৭	–	–

[১] জাতীয় স্বাস্থ্যনীতি ২০১১, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার। বিস্তারিত: http://www.dghs.gov.bd/index.php/en/; (২৭ জুলাই ২০২২)।
[২] বিস্তারিত দেখুন https://www.ti-bangladesh.org/images/2022/nhs/2021/full-report.pdf

সুপারিশমালা

খানা জরিপে প্রাপ্ত তথ্য উপাত্তের বিশ্লেষণের ভিত্তিতে এবং ইতোপূর্বে সম্পাদিত টিআইবির বিভিন্ন গবেষণা[৩] ও অধিপরামর্শ কার্যক্রমের ওপর ভিত্তি করে সরকারি স্বাস্থ্যসেবায় উৎকর্ষ বৃদ্ধি ও গ্রাহক হয়রানি হ্রাস, সর্বোপরি দুর্নীতি প্রতিরোধ ও সেবা কার্যক্রমে জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতা নিশ্চিতে সহায়ক হিসেবে এ পলিসি ব্রিফটি স্বাস্থ্যসেবা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ ও অন্যান্য অংশীজনের বিবেচনার জন্য উপস্থাপন করা হলো।

প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা

১. স্বাস্থ্যসেবার জন্য অপরিহার্য অবকাঠামো ও জনবলগত উন্নয়নের লক্ষ্যে এ খাতে আর্থিক বরাদ্দ বৈশ্বিক চর্চার সাথে সামঞ্জস্য পর্যায়ে উন্নীত করতে হবে। পাশাপাশি সকল প্রকার ব্যয় নির্বাহের ক্ষেত্রে অনিয়ম ও দুর্নীতি প্রতিরোধের লক্ষ্যে স্বচ্ছতা ও শুদ্ধাচার নিশ্চিত করতে হবে।

২. চাহিদা অনুযায়ী বিভিন্ন বিভাগের বিশেষ করে প্যাথলজি সেবা প্রদানের জন্য ডায়াগনস্টিক বিভাগের সক্ষমতা বৃদ্ধি করতে হবে, প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি সরবরাহ, নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণ এবং হালনাগাদ করতে হবে। একই সঙ্গে ডায়াগনস্টিক বিভাগের কার্যকারিতা নিশ্চিত করার জন্য দক্ষ জনবল ও প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে।

৩. অন্তর্বিভাগে রোগীর পথ্যের মান বাড়াতে হবে। নিয়মিতভাবে দ্রব্যমূল্যের সাথে সামঞ্জস্য রেখে এই খাতে বরাদ্দ হালনাগাদ করতে হবে এবং বরাদ্দকৃত অর্থের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করার জন্য তদারকি বৃদ্ধি করতে হবে।

৪. কোভিড-১৯ সহ সকল ধরনের টিকা প্রদানের ক্ষেত্রে টিকাসংক্রান্ত সকল তথ্য বিশেষ করে সম্ভাব্য সকল ধরনের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া সম্পর্কে সেবাগ্রহীতাদেরকে যথাযথভাবে বিস্তারিত তথ্য প্রদান করতে হবে। টিকা পরবর্তী কোনো ধরনের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া রিপোর্ট হলে তাৎক্ষণিকভাবে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

৫. স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলোতে যথাযথভাবে স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণের বিষয়ে গুরুত্ব আরোপ করতে হবে। স্বাস্থ্যকেন্দ্রের সকল কর্মকর্তা, কর্মচারী, সেবাগ্রহীতাসহ সংশ্লিষ্ট সকলের যথাযথ স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণ নিশ্চিত করতে হবে। স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য স্বাস্থ্যকেন্দ্রের বিভিন্ন দৃষ্টিগোচর স্থানে পোস্টার বা ডিজিটাল বোর্ডের মাধ্যমে সচেতনতামূলক তথ্য প্রচার করতে হবে।

স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি

৬. প্রযোজ্য ক্ষেত্রে স্বাস্থ্যকেন্দ্রসমূহে সহায়তা কেন্দ্র (তথ্য ও অনুসন্ধান ডেস্ক) স্থাপন ও সকল ক্ষেত্রে এর কার্যক্রমকে সক্রিয়করণ এবং ওয়েবসাইটের তথ্য হালনাগাদকরণ করার মাধ্যমে সেবাগ্রহীতাদের তথ্য প্রাপ্তি নিশ্চিত করতে হবে। সংশ্লিষ্ট সেবাখাতে নাগরিক সনদে সেবামূল্য-সম্পর্কিত তথ্য হালনাগাদ করতে হবে এবং তা দৃষ্টিগোচর স্থানে ডিজিটাল বোর্ডে প্রদর্শণ করতে হবে। এ ছাড়া নিম্নোক্ত সেবাসমূহের হালনাগাদ তথ্য নোটিশ বোর্ডের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট বিভাগের সামনে প্রদর্শনের ব্যবস্থা করতে হবে-

   ১. হাসপাতাল হতে সরবরাহের জন্য নির্ধারিত ওষুধসমূহের মধ্যে কোন কোন ওষুধ কি পরিমাণে মজুদ আছে এবং কোন কোন ওষুধের মজুদ শেষ হয়ে গেছে, তার হালনাগাদ তথ্য উল্লেখ করতে হবে।

   ২. নির্ধারিত কোনো সেবা কার্যক্রম সাময়িক বন্ধ বা স্থগিত থাকলে তার কারণ ও সময়কাল উল্লেখ করতে হবে।

৭. স্বাস্থ্যকেন্দ্রসমূহের/প্রতিষ্ঠানের সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম কার্যকর করতে হবে, যেখানে সাধারণ সেবাগ্রহীতার সক্রিয় অংশগ্রহণ তথা সেবা সম্পর্কিত মতামত, পরামর্শ, অভিযোগ ইত্যাদি প্রদানের ব্যবস্থা রাখতে হবে।

৮. স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলোতে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি বৃদ্ধির লক্ষ্যে গণশুনানির মতো জনগণের অংশগ্রহণমূলক কার্যক্রম নিশ্চিত করতে হবে। শুনানিতে উত্থাপিত অভিযোগ একটি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নিরসনের জন্য যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে এবং এ সম্পর্কিত তথ্য ওয়েবসাইটে প্রকাশ করতে হবে।

৯. অভিযোগ নিরসন প্রক্রিয়া (জিআরএস)-কে সহজ ও কার্যকর করার জন্য নিম্নোক্ত ব্যবস্থাসমূহ গ্রহণ করতে হবে—

   ১. জিআরএস সম্পর্কে সেবাগ্রহীতাদেরকে অবহিত করা এবং বিভিন্ন সমস্যার প্রেক্ষিতে নির্দ্বিধায় অভিযোগ জানাতে উৎসাহিত করা।

   ২. অভিযোগ বাক্স, ইমেইল, ওয়েবসাইট ইত্যাদির মাধ্যমে অভিযোগ গ্রহণের ব্যবস্থা করা।

   ৩. সেবাগ্রহীতাদের আস্থা অর্জনের জন্য অভিযোগের প্রেক্ষিতে কী কী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে, তা নিয়মিত (প্রতি সপ্তাহে/মাসে) ওয়েবসাইটে/নোটিশ বোর্ডে প্রকাশ করতে হবে।

[৩] 'সেবাখাতে দুর্নীতি: জাতীয় খানা জরিপ' এর সবগুলো প্রতিবেদন দেখুন, https://www.ti-bangladesh.org/articles/household-survey/all এবং স্বাস্থ্য ব্যবস্থার উপর টিআইবি'র গবেষণা প্রতিবেদন দেখুন, https://www.ti-bangladesh.org/images/2014/fr_ds_health_11-6-14_bn.pdf

১০. স্বাস্থ্যখাতে নিয়োজিত কর্মকর্তা ও কর্মচারীর বার্ষিক আয় ও সম্পদ-সম্পর্কিত তথ্য প্রকাশ এবং নিয়মিত হালনাগাদ করতে হবে।

১১. স্বাস্থ্যখাতে দুর্নীতির সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিদের অবস্থান ও পরিচয় নির্বিশেষে আইনানুগভাবে দৃষ্টান্তমূলক জবাবদিহি নিশ্চিত করতে হবে; এক্ষেত্রে বিভাগীয় পদক্ষেপের পাশাপাশি প্রযোজ্য ক্ষেত্রে দুর্নীতি দমন কমিশনকে (দুদক) অধিকতর সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে হবে। দুর্নীতির দায়ে অভিযুক্ত ব্যক্তিদের শুদ্ধাচার পুরস্কার,পদোন্নতি দেওয়াসহ বিভিন্নভাবে পুরস্কৃত করা বা সুরক্ষা দেওয়া হতে বিরত থাকতে হবে।

১২. ডাক্তারসহ সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারী এবং কমিউনিটি ক্লিনিকে স্বাস্থ্য সহকারীর উপস্থিতি নিশ্চিতকরণে ইতিবাচক ও নেতিবাচক প্রণোদনার সংমিশ্রণে সুনির্দিষ্ট বাস্তবসম্মত নীতিমাল প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করতে হবে এবং সরকারি ওষুধ চুরি/আত্মসাৎ বন্ধে তদারকি কার্যক্রম জোরদার করতে হবে।

১৩. 'কোনো পরীক্ষা বাইরে করাতে হলে কোনো নির্দিষ্ট ডায়াগনস্টিক সেন্টারের নাম লেখা যাবে না, ডায়াগনস্টিক সেন্টার ও ওষুধ কোম্পানির প্রতিনিধির কাছ থেকে কোনো সুবিধা বা উপঢৌকন নেওয়া যাবে না'– এই মর্মে যে নির্দেশনা[৪] দেওয়া হয়েছে, তা বাস্তবায়ন হচ্ছে কি-না এ ব্যাপারে তদারকি করতে হবে।

১৪. সেবাপ্রদানকারীদের আচরণগত নীতিমালা জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশলের সাথে সামঞ্জস্য রেখে প্রণয়ন ও কার্যকর করতে হবে।

[৪] গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার (২০২০), স্বাস্থ্য খাতে দুর্নীতি প্রতিরোধের লক্ষ্যে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য দুর্নীতি দমন কমিশন কর্তৃক গঠিত "স্বাস্থ্য অধিদপ্তর সংক্রান্ত প্রাতিষ্ঠানিক টিম" এর সুপারিশমালা বাস্তবায়ন সংক্রান্ত সভার কার্যবিবরনীর আলোকে নির্দেশনা, বিজ্ঞপ্তি নং-স্বাঃ অধিঃ/প্রশা-৪/বিবিধ/সার্কুলার/২০১৮/৪১৭৪ (তারিখ:১৬/১১/২০২০) [লিংক: https://old.dghs.gov.bd/images/docs/Notice/Notice_16_11_2020.pdf]

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি)

মাইডাস সেন্টার (লেভেল ৪ ও ৫), বাড়ি-০৫, সড়ক-১৬ (নতুন) ২৭ (পুরাতন), ধানমন্ডি, ঢাকা ১২০৯।
ফোন: (+৮৮০-২) ৪১০২১২৬৭-৭০ । ফ্যাক্স: (+৮৮০-২) ৪১০২১২৭২
info@ti-bangladesh.org www.ti-bangladesh.org TIBangladesh